গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.২৭৫.১৬-৬৪৬

তারিখঃ ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ ব.
০৮ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.

বিষয়ঃ রিট পিটিশন নং-৯১৫০/২০১৯ মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ১৫/১০/২০১৯ তারিখে প্রদত্ত রায়/নির্দেশনার আলোকে পিটিশনার তথা উপশহর আলিম মাদ্রাসা, সদর, যশোর এর বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষ জনাব আ.ন.ম আব্দুর রাজ্জাক কর্তৃক ১৪/৭/২০১৯ তারিখে (Annexure-G মূলে) দাখিলকৃত আবেদনটি নিষ্পত্তির বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার হালনাগাদ তথ্যাদি টিএমইডিতে প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: (১) মাউশিঅ এর স্মারক নং- ১জি/১৩৫৩/বি:/০৭/৭০৬৬/১২/বিশেষ, তারিখ: ০১/১১/২০১৬ খ্রি.
(২) মাউশিঅ এর স্মারক নং- ১জি/১৩৫৩/বি:/০৭/৭০৫২/১৩বিশেষ, তারিখ: ০১/১১/২০১৬ খ্রি
(৩) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.২৭৫.১৬-২৩৪, তারিখ: ২৯/০৪/২০১৯ খ্রি.
(৪) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.২৭৫.১৬-৪৪৫, তারিখ: ০১/০৯/২০১৯ খ্রি.
(৫) উপশহর আলিম মাদ্রাসা, যশোর এর বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষ জনাব আ.ন.ম আব্দুর রাজ্জাক এর আবেদন, তারিখ: ১৮/১১/১৯ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন উপশহর আলিম মাদ্রাসা-এর অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ জাকারিয়া হোসেন এর উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রভাষক পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে একাধিকবার তদন্ত হয়। নিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তৎকর্তৃক (জনাব মুহাম্মদ জাকারিয়া হোসেন) মাননীয় হাইকোর্টে ২টি রিট পিটিশন (৮৩১৪/২০০৯ ও ৮৭৫০/২০১৬) মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত ৮৩১৪/২০০৯ নং রিট মামলার রায়ে মাননীয় আদালত কর্তৃক বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে পিটিশনারসহ মোট ০২ (দুই) জন (জনাব মুহাম্মদ জাকারিয়া হোসেন এবং জনাব মো: আক্তারুজ্জামান) এর প্রভাষক পদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি তদন্তের জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০২। উক্ত তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির তদন্তয়ান্তে জনাব মুহাম্মদ জাকারিয়া হোসনে এর এমপিও Stop Payment করত: এমপিও হতে নাম কর্তনসহ নিয়োগ অবৈধ বিধায় প্রভাষক হিসেবে এ পর্যন্ত তৎকর্তৃক গৃহীত সরকারি অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে; প্রয়োজনে PDR Act, ১৯১৩ এ মামলা দায়ের করতে হবে মর্মে মাউশি অধিদপ্তর হতে ০১/১১/২০১৬ তারিখে সূত্রোক্ত (১) ও (২) নং স্মারকমূলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর-কে প্রদত্ত নির্দেশনার বিরুদ্ধে রিট পিটিশন নং-৮৭৫০/২০১৬ মামলা দায়ের করা হয়।

০৩। উক্ত মামলায় মাননীয় আদালত কর্তৃক ০৫/০২/২০১৮ তারিখে প্রদত্ত রায়/আদেশ এবং বর্ণিত রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত লীভ টু আপীল নং-২০৫১/২০১৮, ২৬৬৮/২০১৮ এবং ৪৪৯১/২০১৮ এর ১০/১২/২০১৮ তারিখের রায়/আদেশ এর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত বিষয়টি নিষ্পত্তিপূর্বক টিএমইডি হতে সূত্রোক্ত (৩) নং স্মারকমূলে ডিজি, ডিএমই-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত পত্রের উপর গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য নির্ধারিত তারিখ ১৫/৫/১৯ এর মধ্যে টিএমইডিকে অবহিত না করায় গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য জানানোর জন্য গত ০১/৯/১৯ তারিখে সূত্রোক্ত (৪) নং স্মারকে ডিজি, ডিএমই-কে পুনরায় অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়।

০৪। এক্ষণে উক্ত রিট পিটিশন নং-৮৭৫০/২০১৬ মামলায় মাননীয় আদালত কর্তৃক ০৫/০২/২০১৮ তারিখে প্রদত্ত রায়/আদেশের আলোকে তর্কিত প্রতিষ্ঠান উপশহর আলিম মাদ্রাসা, সদর, যশোর এর অধ্যক্ষ পদ শুন্য না হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টি যাচাইকরত: যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের বরখাস্তকৃত সাবেক অধ্যক্ষ জনাব আ.ন.ম আব্দুর রাজ্জাক কর্তৃক সচিব, টিএমইডি বরারব (৫) নং সূত্রমূলে আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

০৫। উক্ত দাখিলকৃত আবেদনে বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষ জনাব আ.ন.ম আব্দুর রাজ্জাক কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জাল-জালিয়াতি, যোগসাজসী তদন্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক আপীল এ্যান্ড আরবিট্রেশন বোর্ডের মাধ্যমে তাঁর (জনাব আ.ন.ম আব্দুর রাজ্জাক এর) বিরুদ্ধে চুড়ান্ত বরখাস্ত অনুমোদনের বিষয়টি পূন:বিবেচনাকরণের" জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বরারব আবেদন দাখিল করা হয় । যা গত ১৪/০৭/১৯ তারিখে ১৬৬ নং ক্রমিকে বামাশিবো কর্তৃক গৃহীত হয়।

০৬। দাখিলকৃত উক্ত আবেদনের আলোকে প্রতিকার না পাওয়ায় জনাব আ.ন.ম আব্দুর রাজ্জাক কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৯১৫০/২০১৯ মামলা দায়ের করা হয়।

০৭। মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক গত ১৫/১০/২০১৯ তারিখে রিট পিটিশন নং-৯১৫০/২০১৯ মামলাটির শুনানী শেষে প্রতিপক্ষগণের প্রতি কোন রুলনিশি জারি না করে নিম্নরুপ রায়/ নির্দেশনা প্রদান করা হয়-

"We have heard the learned Advocate for the petitioner and perused the application. We are not inclined to issue any Rule in this matter at this stage, rather we direct the respondent No. 2 Bangladesh Madrasha Education Board, Represented by its Chairman of 2. Orphanage Road. Bakshi Bazar, Dhaka to dispose of the application filed on 14.07.2019 (Annexure-G to the writ petition) by the petitioner within 2(two) months on receipt of this order in accordance with law.

However, let us make it clear that the respondent No. 2 with be at liberty to take decision on the said application in any manner in accordance with law. The application is thus disposed of with the direction as made above".

চলমান পাতা নং-০২